

উলামাগণের ইজমা



আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসনকারী শাসক কাফির

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহ্-র যিনি আল-‘আফুয়্যু, আত-তাওয়্যাবু, আল-ওয়াহহাব, আশ-শাকুর - যিনি সমগ্র সৃষ্টির অধিপতি, সমস্ত কিছুর মালিক, মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত, পরিপূর্ণ সম্মানের অধিকারী - যিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপান্বিত, সমুন্নত, আল -হাকাম, আল-হাকিম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু - যিনি আল-আহাদ, আল-ওয়াহিদ, যিনি আল-‘আলা, আল-‘আলিয়্যু, যিনি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, যার কোন শরীক নেই, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো এবং তাঁর ইচ্ছে ব্যাতীত কোন গতি, নিরাপত্তা, আশ্রয় নেই, নেই কোন শক্তি, সক্ষমতা কিংবা সামর্থ্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা আল নাবীউর মারহামা, আল নাবীউল মালহামা, আদ্ব-দ্বাহুক আল-ক্বাত্তাল, আল ইমামুল মুজাহিদীন, রাহমাতুললীল আলামীন মুহাম্মাদ এর উপর, তার পরিবার এবং তার সাহাবাদের উপর।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যাতীত কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, হুকুমাত তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাঁর ইচ্ছা ব্যাতীত কোন শক্তি, সামর্থ্য, আশ্রয় নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম এবং রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহান আল্লাহ্ সত্য, তাঁর নাবী ﷺ সত্য, এবং তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলাম সত্য। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার ক্বুরবানী, এবং জীবন ও মৃত্যু জগত সমূহের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জালের জন্যই। আমিও আরও সাক্ষী দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই, নিশ্চয় তিনি হলেন বিধানদাতা এবং তাঁর বিধান ছাড়া আর কোন বিধানের বৈধতা নেই, এবং নিশ্চয় দ্বীন ইসলাম একমাত্র সত্য জীবনবিধান, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন গ্রহণ করবে কোনদিনই তা তার পক্ষে থেকে কবুল করা হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্থ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জাল তাঁর কিতাবে আমাদের জানিয়েছেন -

সুতরাং যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। আর

যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। [আল-বাক্বারাহ, ২৫৬ এবং ২৫৭]

""

আমরা এ সংকলনে শারীয়াহ ব্যতীত অপর কিছু দ্বারা শাসনকারী শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমা থাকার ব্যাপারে অতীত ও বর্তমানের উলেমাগণের বক্তব্য তুলে ধরবো। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালা জামা'আর 'উলামাগনের যে অগণিত বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়-

১। শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা আবশ্যক

২। যে শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না এবং আল্লাহর বিধান বাতিল করে নিজে আইন প্রণয়ন করে সে কাফির

৩। যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আল্লাহর বিধানের বদলে আইন প্রণয়নকারী

কোন শাসকের আনুগত্য করে, আল্লাহর আইনের বদলে সৃষ্টির আইনকে বিধান হিসেবে পছন্দ করে এবং গ্রহণ করে, এবং আল্লাহর শারীয়াহর বদলে সৃষ্টির শারীয়াহ অনুসরণের আহবান জানায়, সে কুফর এবং শিরক করেছে।

আমরা এ ব্যাপারে যাদের বক্তব্য তুলে ধরছি তারা হলেন –

★ইমামুল আহলুস সুন্নাহ আহমদ ইবন হানবাল

★ক্বাদি ‘ইয়াদ

★শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ

★শাইখ ইবনুল কাইয়্যিম

★শাইখ ইবনে কাসীর

★শাইখ বাদরুদ্দীন আইনী

★শাইখ আব্দুল লতিফ ইবন আব্দুর রাহমান

★শাইখ মুহাম্মাহ আল-আমিন আশ-শিনক্বিতি

★শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম

★শাইখ আহমেদ শাকির

★শাইখ বিন বায

★শাইখ ইবন উসাইমীন

★শাইখ আবদুল রাযযাক 'আফিফি

★শাইখ আহমেদ মুসা জিব্রিল

★শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল 'উলওয়ান

★সায়্যেদিনা ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

★সাইয়্যিদিনা ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

★জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য

এটুকুর পর আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে এব্যাপারে বক্তব্য এত অধিক সংখ্যক যে তা সব সংকলিত করা দুঃসাধ্য একটি কাজ। আশা করা যায়, আল্লাহ্‌ চাইলে যারা সত্যান্বেষী তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে।

পড়ার সময় পাঠকের মনে হতে পারে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ প্রজন্ম এবং শতাব্দী ভেদে 'উলামাগন এ বিষয়ে আইডেন্টিকাল বক্তব্য দিয়েছেন। এবং এটা এ বিষয়ে ইজমা থাকার আরেকটি প্রমাণ। আমি পাঠককে অনুরোধ করবো ধৈর্য ধরে, একটু কষ্ট হলেও 'উলামাগনের সবার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে পড়ার যাতে করে; প্রথমত, এ ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব

আর কারো মধ্য যেন না থাকে। দ্বিতীয়ত, এ ব্যাপারে 'উলামাগনের অবস্থান কতোটা কঠোর তা অনুধাবন করা এবং আমাদের সময়ে যারা এ বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন করছে, নিরবতা পালন করছে এবং এ বিষয়ে অপব্যাখ্যা করছে ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদেরকে এই 'উলামাগনের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা।

ইমামুল আহলুস সুন্নাহ আহমদ ইবন হানবাল রহঃ-

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩১]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমামুল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হানবাল রহঃ বলেন -

.এই আয়াতের ব্যাপারে আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন .

তারা (ইহুদী-খ্রিষ্টানরা) তো তাদের আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত করতো

না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তা (আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত) করেছিল। আল্লাহ্ যা হারাম করেছিলেন, আলেম ও দরবেশগণ তা হালাল সাব্যস্ত করেছিল, আর আল্লাহ্ যা তাদের জন্য হালাল করেছিলেন, তা আলেম ও দরবেশগণ হারাম সাব্যস্ত করেছিল। আর ইহুদী-খ্রিষ্টানরা এ ব্যাপারে তাদের (আলেম ও দরবেশদের) আনুগত্য করেছিল। আর এভাবে তারা তাদের (আলেম ও দরবেশদের) ইবাদাত করেছিল।" [আত তিরমিযী থেকে বর্নিত, হাদিস নং ৩০৯৫, কিতাব উত তাফসীর, এবং আল বায়হাকির সুনানে বর্ণিত, খন্ড ১০, হাদিস ১১৭ - হাসান]

হাদিসে বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আনুগত্য করেছে, তাই এটা শিরক। কোথাও বলা হয় নি যে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বলেছিল "আলেম ও দরবেশগণ হলেন আল্লাহর পাশপাশি আমাদের প্রভু"। একজন মুসলিমের চিহ্ন হল, প্রকৃত মুসলিম আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে খুশি থাকে। তার মনে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকে না। এবং সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, যদিও আল্লাহর আদেশ নিষেধ তার নিজের খেয়াল-খুশি, বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, কিংবা তার নিজের দলের বা তার শাইখের কথার বিরুদ্ধে যায়।" [মাদারিজ উস সালিকিন, খন্ড ২, পৃ ১১৮]

এছাড়া ইমাম আহমাদ আরও বলেছেনঃ

.কোন বস্তু, যার হারাম হবার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে এবং তা মুসলিমদের মধ্য সুবিদিত, এবং এতে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই কারণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দালীল আছে . যেমন শুকরের মাংস, যিনা ও অন্যান্য যেসব বিষয় যার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই . যদি এমন কোন বস্তুকে কেউ হালাল মনে করে, হালাল বলে বিশ্বাস করে, তবে সে কাফির। সালাত ত্যাগকারী যে কারণে কাফির, এই ব্যক্তিও সেই একই কারণে কাফির, আর এ বিষয়ে আমরা ইতিপুর্বে আলোচনা করেছি...[আল মুগনী, ১২/২৭৬, দার হাজর থেকে প্রকাশিত ব্যাখ্যা সংবলিত সংস্করণ]

ক্বাদি .ইয়াদ রহঃ-

মহান মালিকি 'আলিম ক্বাদ্বি 'ইয়াদ ইবন মুসা ইবন 'ইয়াদ ইবন 'আমরু আল-ইয়াহসাবি আল আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ আদি ইবন হাতিমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাদিস সম্পর্কে বলেন-

কেউ "লা ইলাহা ইলাল্লালাহ" বলার অর্থ সে ঈমান গ্রহণ করেছে এটা প্রযোজ্য শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে যারা ইতিপূর্বে মুশরিক ছিল [অর্থাৎ কোন মুশরিক যখন এ সাক্ষ্য দেবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তখন সে ঈমান এনেছে বলে ধরে নেওয়া হবে]। কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিন্তু একই সাথে কুফরও করেছে, এ সাক্ষ্য (শুধুমাত্র মুখে কালিমা উচ্চারণ) তাদের রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট না। [আশ-শিফা, খন্ড ২, পৃ ২৩০-২৫০]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহঃ

আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর এ বিষয়ে বেশ কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হল। শাইখের বক্তব্য এবং শাইখের ছাত্র ইবন কাসীর এবং ইবনুল কাইয়্যিমের বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কারণ উম্মাহর বর্তমান অবস্থার সাথে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে শুধুমাত্র শাইখদের সময়ই তুলনীয়, কারণ তাঁরা বেঁচে ছিলেন এমন এক সময়ে যখন তাতারদের আক্রমণে খিলাফাতের পতন ঘটেছিল, তাতাররা মুসলিমদের উপর কর্তৃত্বে আসীন হয়েছিল এবং তারা মুখে ইসলাম গ্রহন করলেও আল্লাহর শারীয়াহ ব্যতীত মানব রচিত সংবিধান আল-ইয়াসিক দ্বারা শাসন করছিল।

১।আল্লাহ্‌র আইন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করার ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যঃ

.আমরা বলি, এমন কোন দল/ফিরকা/জামা.আ যা ইসলামের তর্কাতীত, সন্দেহাতীত, অনস্বীকার্য এমন কোন বিধান ত্যাগ করে, যার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রজন্মের পর প্রজন্ম একমত কোন রকম বিরাম ছাড়াই; তবে বিধান ত্যাগকারী সেই দলের বিরুদ্ধে ইমামদের ইজমা অনুযায়ী যুদ্ধ করা আবশ্যক।

এমনকি যদি তারা দুটি কালিমার সাক্ষ্য দেয় (আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তবুও।" [মাজমু.আ ফাতাওয়া, খন্ড ৪, বাব উল-জিহাদ]

.সুতরাং তারা যদি দুই শাহাদাতিন (দুই কালিমা) উচ্চারণও করে, কিন্তু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সালাত আদায় করবে। আর যদি তারা যাকাত দানে বিরত থাকে, তবে যাকাত দেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। একইভাবে যদি তারা রমাদ্বানে সিয়াম পালনে বিরত থাকে, কিংবা আল্লাহর ঘরে হাজ্জ করা থেকে বিরত থাকে, কিংবা অশ্লীলতা–ফাহিশা নিষিদ্ধে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যিনা বা জুয়া, বা মদ্যপান এবং ইসলামী শারীয়াতের অন্যান্য যেসব কাজ ও জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা তারা যদি জান–মাল–সম্মান, ব্যবস্থাপনা, বিচার ও মীমাংসার ক্ষেত্রে ক্বুর.আন ও সুন্নাহর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা তারা যদি ভালো কাজে সাহায্য ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকে, কিংবা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফিররা অবনত মস্তকে জিযিয়া দেয় . তবে এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং এমন সব ক্ষেত্রে যখন দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহ্র জন্য আর কিছু অংশ অন্যদের জন্য করে ফেলা হয়, মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা যতক্ষণ না শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।. [মাজমু.আ ফাতাওয়া, খন্ড ৪, বাব উল জিহাদ]

এটা হল মুরতাদীনের ব্যাপারে শাইখুল ইসলামের বক্তব্য। এখানে শাইখ স্পষ্ট ভাবে শারীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা, শারীয়াহ দিয়ে শাসন প্রত্যাখ্যানকারীদের মুরতাদীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদি তারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয়, এবং দুই শাহাদাহ উচ্চারণ করে - তবুও। আর যেসব আলেম এসব শাসকের

আনুগত্যের কথা বলে তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্যঃ

.যদি কোন শাইখ/আলেম কুরআন ও সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ্ তা.আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন ধর্মত্যাগী কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে যে দুনিয়াতে আখিরাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত। এই হুকুম সেসমস্ত উলামাগনের বেলায়ও প্রযোজ্য যারা ভয়ের কারণে মংগোলদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, এবং এর মাধ্যমে লাভবান হতে চেয়েছিল। এই উলামারা অজুহাত দিয়েছিল মংগোলদের মধ্যে কেউ কেউ কালিমা পড়ছিল, আর তাই তারা মুসলিম।. [মাজমু আল ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫, পৃ ৩৭৩]

২। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩৩]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ শারীয়াহ এবং ইসলামের অবিচ্ছেদ্য সূত্র সম্পর্কে এই আয়াতের আলোকে বলেনঃ

.ইসলাম অর্থ সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। সুতরাং যে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একই সাথে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো

কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে সে একজন মুশরিক। আর যে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে না, সে ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে না। মুশরিক এবং এই উদ্ধত ব্যক্তি, দুজনেই কাফির।

একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল, আপনি শুধুমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবেন। এটাই হল দ্বীন ইসলাম, আর এছাড়া অন্য কিছু আল্লাহ্‌ গ্রহণ করবেন না। আর এই আনুগত্যের শর্ত হল সকল সময়ে আল্লাহর আনুগত্য করা, এবং আল্লাহ্‌ যেসময়ে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, সে সময়ে সে কাজ করা।" [মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ৩, পৃ ৯১]

৩। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন –

যদি কেউ মনে করে নবী কারীম ﷺ এর দিকনির্দেশনার চাইতে তার নিজের দিকনির্দেশনা উত্তম, কিংবা সে যদি মনে করে আউলিয়াদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যাদের জন্যে শারীয়াহর গন্ডির বাইরে যাওয়া জায়েজ, যেমন আল-খিযির, মুসা আলাইহিস সালামের শারীয়াহর বাইরে ছিলেন . তবে সে ব্যক্তি কাফির। তাকে তাওবাহ করতে বলতে হবে এবং হত্যা করতে হবে (যদি তাওবাহ না করে)। কারণ মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াহ ও রিসালাত বৈশ্বিক ছিল না, তাই আল-খিযির বাধ্য ছিলেন না মুসা আলাইহিস সালামের শারীয়াহর অনুসরণে (তাঁদের উভয়ের

উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। (মুসা আলাইহিস সালামের নাবুওয়্যাত ও রিসালাত ছিল একটি ক্বওমের উপর সীমাবদ্ধ, কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাত বৈশ্বিক। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য ফরয নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর ﷺ আনীত শারীয়াহর অনুসরণ করা). [ডঃ আবদুর রাহমান ইবন সালিহ আল মাহমুদ রচিত .মানবরচিত আইন বনাম শারীয়াহ. কিতাবের ১৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

৪। "হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করোনা। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [সুরা ইউসুফ, ৩৯,৪০]

এ আয়াতদ্বয়ের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেনঃ বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর, এবং তাঁর রাসূলরা (আলাইহিমুস সালাম) তাঁর পক্ষ হয়ে তা পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলদের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং রাসূলদের আনুগত্য করাই আল্লাহর আনুগত্য করা। কোন রাসূল যে কাজের আদেশ দেন, বা যে সিদ্ধান্ত দেন, বা দ্বীনের মধ্যে যা যুক্ত করেন, সেগুলোর অনুসরণ করা এবং রাসূলের আনুগত্য করা মানুষের উপর বাধ্যতামূলক, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে এরূপই নির্ধারন করেছেন। [মাজমু' আল-ফাতাওয়া, ৩৫/৩৬১-৩৬৩; আরও

দেখুন পৃঃ ৩৭২,৩৮৩]

৫। এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহর শারীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণকে বৈধতা দেয়, সে কাফির। আর তার কুফর হল ঐ ব্যক্তির কুফরের ন্যায় যে কিতাবের কিছু আয়াত বিশ্বাস করে আর কিতাবের অন্য কিছু আয়াত অস্বীকার করে। [মাজমু'আ ফাতাওয়া, খন্ড ২৮, পৃঃ ৫২৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমঃ

.আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ইসলামী শারীয়াহ ব্যাতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে .উলামাগণের ইজমার উল্লেখ করার, বৈধতা ও অবৈধতা (হালাল ও হারাম) শুধুমাত্র আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা নির্ধারিত হবার ব্যাপারে বলেন বলেন–

কুরআন ও প্রমাণিত ইজমার বক্তব্য হল দ্বীন ইসলামের আগমনের ফলে পূর্বের সকল ধর্ম/দ্বীন রহিত হয়ে গেছে। তাই যে কুরআন ছেড়ে তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা আছে তার অনুসরণ করবে, সে কাফির। আল্লাহ্ তাওরাত ও ইঞ্জিলের সকল বিধান রহিত করে দিয়েছেন, এবং রহিত করে দিয়েছেন অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের সকল বিধানকে। তিনি জ্বিন ও মানুষ, এই দুই জাতির উপর ইসলামের বিধান মানাকে ফরয/আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে তা

ছাড়া আর কিছুই নিষিদ্ধ না। আর ইসলাম যা আবশ্যক করেছে এর বাইরে আর কিছুই আবশ্যক না।. [আহকাম আহল আয-যিম্মা, ১/২৫৯]

ইবনুল কাইয়্যিম তুলে ধরেছেন উলামাগনের ইজমা হল কুরআন ব্যাতীত অন্য আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত শারীয়াহর অনুসরণকারী কাফির। তবে সে ব্যক্তির কি অবস্থা যে মানবরচিত সংবিধানের অনুসরণ করে? আর সে শাসকের কি অবস্থা যে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে, এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে? যে আল্লাহর শারীয়াহকে বাতিল ঘোষণা করে এবং নিজের ইচ্ছেমতো শারীয়াহ বানিয়ে নেয়?

হাফিয ইবনে কাসীরঃ

এই বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমার ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সাধারণভাবে, এবং বিশেষ করে এই ফাতাওয়ার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে, মাযহাব-মানহাজ নির্বিশেষে উম্মাহ একমত। দ্বিতীয়ত, যে প্রেক্ষাপটে ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই ফাতাওয়া দিয়েছিলেন, তার সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সুগভীর ও মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

১। যে রাজকীয় বিধানসমূহের দ্বারা তাতাররা শাসনকার্য পরিচালনা করে, এগুলো গৃহীত হয়েছে তাদের রাজা গেঙ্গিস খানের রচিত কিতাব আল-ইয়াসিক থেকে। চেঙ্গিস খান এই কিতাব রচনা করেছিল বিভিন্ন শারীয়াহ থেকে নানা আইন একত্রিত করে। এখানে

ইহুদী, নাসারা, ইসলামী শারীয়াহ সবগুলো থেকেই কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, এবং সাথে আরো অন্যান্য উৎস সমূহ থেকেও। এছাড়া এই কিতাবে চেঙ্গিস **খানের নিজের চিন্তাপ্রসূত নানা মনগড়া আইনও আছে। আর এভাবে চেঙ্গিসের উত্তরসূরিরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনের বদলে এই কিতাবের আইনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে। যারা এরকম করে তারা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষন না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা নির্ধারণ করেছেন তদানুযায়ী শাসন করার দিকে ফিরে আসে। যাতে করে, ছোট বা বড়, কোন বিষয়েই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা.আলা ছাড়া আর কারো বিধান না চলে।. [তাফসির ইবন কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৭, সূরা মায়.ইদার তাফসীর আয়াত ৪০ থেকে ৫০ দ্রষ্টব্য]**

একই সাথে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে কি বলেছেন বিবেচনা করুনঃ

.অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ যে আল-ইয়াসিকের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শারীয়াহ.র উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।. [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৯]

২।"যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।" [সূরা আল আনা'ম, ১২১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ যদি তুমি আল্লাহর বিধান ও তাঁর শারীয়াহকে ত্যাগ করে অন্য কারও বক্তব্য (বিধান, আইন, সংবিধান) গ্রহণ কর, তবে জেনে রাখ, এটাই প্রকৃত শিরক। কারণ আল্লাহ্ বলেছেনঃ

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। [সুরা আত-তাওবাহ, ৩১]

ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসির করেছেন আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘটনার সাহায্যে। আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু -এর সামনে এই আয়াত পড়া হলে তিনি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছিলেন - “হে রাসূলুল্লাহ! ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তো তাদের আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত করতো না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেনঃ “হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তা করেছে। তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এই হচ্ছে তাদের(পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগ) উপাসনা করা।”[তাফসীর আল কুরআন আল-আযীম, খণ্ড ২, সুরা তাওবাহ ৩১ নং আয়াতের তাফসীর]

অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের জন্য আল্লাহ্ যা হারাম করেছিলেন, আলেম ও দরবেশগণ

তা হালাল সাব্যস্ত করেছিল এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের 'আলেম-দরবেশদের আনুগত্য করে, তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর আল্লাহ্ যা তাদের জন্য হালাল করেছিলেন, তা আলেম ও দরবেশগণ হারাম সাব্যস্ত করেছিল, এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের 'আলেম-দরবেশদের আনুগত্য করে, তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর এটাই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করা - এই হল আল্লাহর রাসূল ﷺ - যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, এবং যার কাছে সাত আসমানের উপর থেকে ওয়াহী আসতো, তাঁর ﷺ মত।

বাদরুদ্দীন আইনী রহঃ-

বাদরুদ্দীন আইনী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

যে নাবীদের শারীয়াহ বদলে নিজের শারীয়াহ তৈরি করলো, তার শারীয়াহ বাতিল। আর এ ধরনের লোকের অনুসরন হারাম।

তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।. [আশ-শুরা, ২১]

এ কারণে ইহুদী এবং নাসারারা কাফিরে পরিণত হয়েছিল। তারা বিকৃত শারীয়াহ আঁকড়ে ধরেছিল আর আল্লাহ্ মানবজাতির উপর বাধ্যতামূলক করেছেন মুহাম্মাদ ﷺ এর শারীয়াহর অনুসরণ করা।[উমদাতুল ক্বারী, খন্ড ২৪, পৃঃ ৮১]

শাইখ আব্দুল লতিফ ইবন আব্দুর রাহমানঃ

শাইখ রাহিমাহুল্লাহকে বেদুঈনদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, আচার-প্রথার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যেগুলো তখনো বেদুঈনদের মাঝে চালু ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলে- যারা এসব রীতিনীতি ও আচার-প্রথার ভ্রান্ত হওয়া সম্পর্কে অবগত হবার পরও এগুলোর অনুসরণ করে, তাদের কি কাফির বলা যাবে? তিনি জবাবে বলেছিলেন -

যে বিচারের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর দ্বারস্থ হয়, এ ব্যাপারে শারীয়াহর বিধান জানা সত্ত্বেও . সে কাফির । আল্লাহ্ বলেন . .যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির.।. [আল-মায়.ইদা,৪৪]

এবং আল্লাহ্ আরও বলেন – "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে?" [আলে-ইমরান, আয়াত ৮৩] [আদ দুরুর আস সানিয়াহ, ৮/২৪১, একই সাথে ৮/২৭১-২৭৫ প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬ হিজরিতে প্রকাশিত]

শাইখ মুহাম্মাহ আল-আমিন আশ-শানক্বীতিঃ

আল্লাহ্র আইন দ্বারা অন্য কোন আইন দিয়ে শাসন করা কুফর এবং শিরক হবার ব্যাপারে আশ-শানক্বীতি বলেন –

.সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হল – যারা শয়তানের প্রণীত ও মানুষের মুখ দ্বারা প্রকাশিত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে ঐ আইনের বদলে, যার রচয়িতা হলে আল্লাহ্ এবং যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাসূলগণের ﷺ মুখে – তাদের কুফর এবং শিরকের ব্যাপারে কার কোন সন্দেহ নেই, শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি ওয়াহীর উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন।. [আদওয়া উল বায়ান, খন্ড ৪, পৃঃ ৯০-৯২]

সূরা তাওবাহর ৩১ নম্বর আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন –

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত

তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩১]

.সুতরাং এখানে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মুশরিকে পরিণত হয়েছিল, আইনপ্রণেতাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে। কারণ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত, আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার অনুসরণ হল আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। আর প্রকৃতপক্ষে এসব আইন তৈরিই হয়েছে শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে, শয়তানের আনুগত্যের জন্য। [আদওয়া. উল বায়ান তাফসীর কুরআন বিল কুরআন, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫]

নিশ্চয় শয়তানরা (মনুষ্য জাতির মাঝে)তাদের মিত্রদেরকে প্রত্যাদেশ করে-যেন তারা তোমাদেরদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। [আল-আন.আম,১২১]

এই আয়াতের ব্যাপারে শাইখ বলেছেন-

নিশ্চয় এটা হল সরাসরি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে ফাতাওয়া, আর-রাহমানের শারীয়াহর বিরুদ্ধে গিয়ে যে ব্যক্তি শয়তানের শারীয়াহর অনুসরণ করবে সে মুশরিক, যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করেছে।" [আদ্বওয়া উল বায়ান]

আর এটা হল ফায়সালা তার ব্যাপারে যে ব্যক্তি অন্য শারীয়াহর অনুসরণ করেছে, তবে যে নতুন শারীয়াহ বানিয়ে নেয়, অর্থাৎ আইন প্রণয়নকারীদের ব্যাপারে ফায়সালা কি হতে পারে?

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীমঃ

আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম বলেন -

.এই ধরনের অনেক কোর্টই (যেখানে আল্লাহর শারীয়াহ ব্যতীত কোন বাতিল শারীয়াহ দ্বারা বিচার করা হয়) এখন মুসলিমদের শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। যেগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলোর দরজা উন্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভীড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করছে যা কিনা কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ঐ মিথ্যা শারীয়াহর বিচার তাদের মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিস্থাপন করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়।

তাহলে আর কোন কুফর এই কুফর থেকে বেশি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ হবে? এটা মুহাম্মাদ ﷺ যে আল্লাহর রাসূল- এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশি।" [তাহকিম আল ক্বাওয়ানিন, পৃঃ৭, ১৯৬০ সালে শাইখ এই বক্তব্য দেন]

যখন কোন শাসক কিংবা বিচারক আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এবং একথা অস্বীকার করে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এরই শুধুমাত্র অনুসরণ করতে হবে

(বিশেষ করে শাসন ও বিচারে)... তবে এটা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত শারীয়াহর বিধান অস্বীকার বলে গণ্য হবে – ইবন জারীরও এই মতই দিয়েছেন। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে উলামাগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি যার ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে – যদি কেউ দ্বীনের কোন মূলনীতি অস্বীকার করে, কিংবা ইজমা আছে এমন কোন ক্ষুদ্র বিষয় অস্বীকার করে, কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে বর্ণিত কিছু অস্বীকার করে, যদি সে একটি অক্ষরও অস্বীকার করে – তবে সে কাফির, তার কুফর তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দিয়েছে।

আর যখন কোন শাসক বা বিচারক স্বীকার করে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর বিধান তথা শারীয়াহ সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এই মনে করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনীত বিধানবলীর চাইতে অন্য কারো বিচার উত্তম, এবং মানুষের মাঝে বিচার ও মীমাংসার জন্য অধিক প্রযোজ্য – যদি সে এরকম মনে করে পুরোপুরিভাবে অথবা এ অর্থে যে সময়ের পরিক্রমার ফলে পরিস্থিতি এবং অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, যে কারণে অন্য আইন এখন অধিক প্রযোজ্য – তবে এতে কোন সন্দেহ নেই, যে এ হল কুফর। কারণ এর ফলে স্রষ্টার বিধানের উপরে সৃষ্টির বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টির সস্তা দর্শন এবং চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আল হাকাম, আল হামীদ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধানের উপরে।" [তাহক্বিম আল ক্বাওয়ানিন, পৃঃ ৫, আরও দেখুন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার মাজমু আল ফাতাওয়া ২৭/৫৮]

শাইখ আহমেদ শাকিরের বক্তব্যঃ

আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফর এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক, ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটাকে

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। [উমদাহ তাফসীর, আয়াত ৫০, সুরা মায়-ইদা]

.আল্লামা আহমেদ শাকিরের এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ বক্তব্য ও বিশ্লেষণ আছে, যার কিছু অংশ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

শাইখ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বাযঃ

যে শাসক শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না তার ব্যাপারে শাইখ বিন বাযের বক্তব্যঃ

....অনুরূপভাবে যে ব্যক্তিই বিশ্বাস করবে যে, আচার, হুদুদ (ইসলামি দণ্ডবিধি)বা এরূপ অন্য কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শারীয়াহ ছাড়া অন্য কোন আইনে শাসন করা অনুমোদনযোগ্য, সেই (ব্যক্তির এই কাজ) ঈমান বিনষ্টকারী (নাওয়াক্বিদুল ঈমান) চতুর্থ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি, যদি এটাকে শারীয়াহর চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস নাও করে, তথাপিও অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এর অনুমতি দান করে সে আল্লাহর ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ করেছে। আর ব্যভিচার, মদ, সুদ, এবং আল্লাহর শারীয়াহ ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করার মতো ধর্মের নিষিদ্ধ জিনিসকে যে সিদ্ধ (হালাল বা বৈধতা প্রদান) করবে, মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী সে কাফির। **[দাওয়াহ, গবেষণা ও ইফতা, সাউদি আরবের সাধারন পরিষদ কতৃক প্রচারিত The Islamic Research Magazine, ইস্যু নং- ৭, পৃষ্ঠা-১৭,১৮]**

শায়খ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ তার "আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনা" [Naqd al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah 'ala Daw' al-Islam wa'l-Waaqi'] নামক রচনায় (পৃষ্ঠা ৫০) মানব রচিত আইনের শাসনের বর্ণনায় লিখেছেন - "এটা হচ্ছে বিরাট দুষ্কৃতি, সুস্পষ্ট কুফর এবং

ধর্মত্যাগের ঘোষণা(রিদ্দা)।”

.আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে যে শাসন করে, এই ভেবে যে তার এই নিয়ম আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত নিয়মের চেয়ে উত্তম, সে সকল মুসলিমের মতে কাফির। একই ভাবে যে আল্লাহর আইন ব্যতীত মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে এবং মনে করে এটা (মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন) জায়েজ . সেও কাফির। যদি সে বলে, .মানবরচিত আইন অপেক্ষা শারীয়াহ দিয়ে শাসন করা উত্তম. . তাও সে কাফির। সে কাফির কারণ, আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছে, সে তা জায়েজ গণ্য করেছে।. [মাজমু.আ ফাতাওয়া ইবন বায, ৪/৪১৬]

শাইখ ইবন উসাইমীনঃ

যে শাসক ইসলামী শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে তার কাফির হওয়া সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উসাইমান রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যঃ

.যে শাসকেরা ইসলামী শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে তারা এসব আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেই প্রতিস্থাপিত করে নেয়। যারা এরকম করে তারা কুফর করেছে যদিও তারা সালাহ আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত দান করে এবং হাজ্জ পালন করে। এরা হল কাফির কারণ তারা জানে তারা যে আইন দ্বারা শাসন করে তা আল্লাহর আইন না, এবং তারা আল্লাহর আইন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

তারপর তিনি সূরা নিসা-র নিম্নোক্ত আয়াহটি দালীল হিসেবে উপস্থাপন করেন-

.অতএব, তোমারর পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে [মুহাম্মাদ ﷺ] ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।. [সূরা নিসা, ৬৫[

অতঃপর শাইখ বলেন-

তাই অবাক হবেন না যখন আমরা এরকম শাসককে কাফির বলবো যদিও তারা সালাহ আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত দান করে এবং হাজ্জ পালন করে। কারণ যারা কিতাবের (কুর'আন) কিছু অংশে অবিশ্বাস করলো, তারা সম্পূর্ণ কিতাবকেই অবিশ্বাস করলো। আল্লাহর আইন থেকে যা নিজের পছন্দ হচ্ছে সেটা গ্রহণ করা আর যা পছন্দ হচ্ছে না তা বর্জন করা - এরকম করার কোন অবকাশ নেই। এরকম করা হল আল-কুফর। এবং যে এরকম করলো সে নিজের খেয়াল খুশীকে অনুসরণ করলো এবং নিজের খেয়াল খুশিকে নিজের রাব্ব হিসেবে গ্রহণ করলো [আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? -সূরা আল জাসিয়া, ২৩ নম্বর আয়াত]।

...আজকের কথিত মুসলিম শাসকেরা, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর শারীয়াহকে এমন আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে যা সরাসরি আল্লাহর আইনের বিরোধি। তারা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে আল্লাহর শত্রুর আইন গ্রহণ করেছে। আল্লাহর শত্রুর দ্বারাই এসব আইনের পত্তন হয়েছিল, আর তারপর লোকেরা এসব আইনের অনুসরণ করেছিল।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, লোকেদের 'ইলমের অগভীরতা আর দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতার কারণে আমরা দেখতে পাই, যদিও তারা জানে এসব আইন (গণতন্ত্র, আধুনিক সংবিধানের ধারণা) তৈরি হয়েছিল কিছু মানুষের দ্বারা কয়েকশো বছর আগে, মুসলিম উম্মাহর থেকে অনেক দূরবর্তী অন্য এক মহাদেশে অন্য জাতিদের জন্য, তথাপি তারা এসব আইনকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, অথচ এসব আইন ও বিধান মুসলিমদের জন্য একেবারেই উপযুক্ত না। এদের ইসলাম কোথায়? এদের ঈমান কোথায়? নবী মুহাম্মাদের ﷺ আনীত দ্বীনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁকে ﷺ প্রেরণ করা হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূল হিসেবে। আর তাঁর ﷺ রিসালাহ, তাঁর ﷺ আনীত দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মানবজাতির সকল বিষয়।

অনেক অজ্ঞ-জাহেল লোকেরা বলে শারীয়াহ হল শুধুমাত্র ইবাদাত, ব্যক্তিগত জীবন, বিয়ে আর উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে। কিন্তু তারা ভুলে যায় শারীয়াহ হল সব কিছুর জন্য। যদি আপনি এর প্রমাণ চান তবে কুরআনের সবচেয়ে লম্বা আয়াতগুলো খুঁজে বের করুন, দেখবেন এগুলো হলো লেনদেন সংক্রান্ত [মুওয়ামালাত]। তাহলে কিভাবে কেউ বলতে পারে আল্লাহ-র শারীয়াহ হল শুধু ইবাদাত ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য? এটা তো অজ্ঞতা ও গোমরাহি!...

তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত কেউ বিশ্বাসী হতে পারবে নাঃ

১) সে সকল বিষয় আল্লাহর রাসূল ﷺ কে (অর্থাৎ তাঁর ﷺ আনীত শারীয়াহ, কুরআন ও সুন্নাহকে) বিচারক হিসেবে মেনে নেবে

২) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিদ্ধান্ত ও বিচারের ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না

৩) সে সম্পূর্ণ ভাবে এর প্রতি (দ্বীন ইসলাম, আল্লাহ-র শারীয়াহ) আত্মসমর্পণ করবে যাতে সে হিদায়েত লাভ করতে পারে।

এ তিনটি শর্ত পূরণ হলে ব্যক্তি বিশ্বাসী হতে পারবে। অন্যথায় সে ঈমানহারা হবে অথবা তার ঈমান অপূর্ণ থাকবে।"[ইংরেজী সাবটাইটেল সহ বক্তব্যের ইউটিউব লিঙ্ক- [https://www.youtube.com/watch?v=JgKdU3tlqLI]

শাইখ আবদুল রাযযাক 'আফিফিঃ

সংসদ/আইনসভা, সংবিধান এবং এর দ্বারা শাসনের ব্যাপারে শাইখের বক্তব্য সুস্পষ্ট -

আল হুকুম বি গাইরি মা আনযালা আল্লাহ্ - শীর্ষক রচনায় সূচনা বক্তব্যের পর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে যারা শাসন করে এবং শাসকদের প্রকারভেদ শাইখ উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি প্রকার উল্লেখের পর তিনি বলেছেনঃ

তৃতীয় প্রকারের শাসক হল সেই শাসক যে মুসলিম হবার দাবি করে (অর্থাৎ মুখে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে), এবং শারীয়াহর বিধানবলী সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার ব্যবস্থা তৈরি করে এবং মানুষকে বাধ্য করে এই ব্যবস্থার অনুসরন করতে, যদিও সে জানে এই বিচার ব্যবস্থা এবং এসব আইন শারীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। এরকম ব্যক্তি কাফির যে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। একই হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা বিচার ও আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন সংসদ কিংবা আইনসভা তৈরির নির্দেশ দেয়, এবং

লোকেদের আদেশ দেয় এবং বাধ্য করে আইনসভা-সংসদ এবং এদের প্রণীত আইনের অনুসরণের, যদিও তারা জানে এগুলো (এই আইনসভা এবং তাদের প্রণীত আইন) শারীয়াহবিরোধী। একইভাবে যে ব্যক্তি এগুলোর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচার করে, এবং প্রয়োগ করে তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। আর যারা এক্ষেত্রে জেনে-বুঝে, স্বেচ্ছায় তাদের আনুগত্য করে এবং আল্লাহর শারীয়াহ ছাড়া এসব আইন দ্বারা বিচার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। তারা আল্লাহ্‌র হুকুম, আল্লাহ্‌র আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দোষে দোষী।" [শুবাহাত হাওল আস সুন্নাহ এবং আল হুকুম বি গাইরি মা আনযালা, পৃঃ ৬৪,৬৫, দার আল ফাদিলাহ সংস্করণ, প্রকাশিত ১৪১৭]

শাইখ আহমেদ মুসা জিব্রিলঃ

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের ৫ম উদাহরণ (শাইখ তার বক্তব্যে এর আগে আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন) হল আল্লাহ-র শারীয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শাসন করা। যেমন- যারা প্রকাশ্যে মহিলাদের হিজাব ছাড়া চলাচলকে হালাল করে আইন বানাতে চায়, কিংবা যারা সমাজে সুদকে বৈধতা দিয়ে আইন পাশ করাতে চায়, কিংবা যারা, চার বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করতে চায় (শাইখে উদাহরণগুলোর মাধ্যমে বিশেষভাবে আরব উপদ্বীপের দেশগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছেন) - এ রকম যেকোন কিছুর দিকে আহবান করা শিরক আকবর যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কারণ এধরণের আহবান শুধুমাত্র সে অতর তেকেই নিঃসৃত হতে পারে যা এসব ব্যাপারে আল্লাহ-র বিধানের পরিবর্তে অপর কোন বিধানকে উত্তম মনে করে এবং সেসব বিধান কামনা করে। তার এই মৌউখিক আহবানের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে তার এই বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। আর এথেকে আল্লাহ-র বিধানসমূহের প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ পায়। এ হল শিরক আকবর। এরকম আহবান জানানো লোকগুলো বেশিরভাগ সময় মুনাফিক্বও হয়ে থাকে। কারণ আপনি দেখবেন সে আপনার কাছে দাবি করবে সে মুসলিম এবং সে মুসলিম উম্মাহর সমর্থক। আর দেখবেন সে তার জুমু'আর সালত পরার ছবি এনে প্রমাণ দিত চাইবে সে পাক্কা মুসলিম।

যদি কোন মুজতাহিদ (ইজতিহাদের) ভুলবশত এমন বস্তুকে হারাম বলে মত দেন যা আসলে হালাল, কিংবা উল্টোটা, অবে সেটা ভিন্ন বিষয়। একজনন মুজতাহিদ নানা কারণে এমন ভুল করতে পারেন, এবং উলামাগণ এরকম অনেক কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা হয়, কোন একটি নির্দিষ্ট হাদীস মুজতাহিদের জানা ছিল না। ইজতিহাদ করার সময় মুজতাহিদ হারাম একটি ব্যাপারকে হালাল মনে করেছিলেন, কারণ ঐ ব্যাপারটি হারাম হওয়া সংক্রান্ত হাদিসটি তিনি জানতেন না। একজন আন্তরিক, সম্মানিত, মুজতাহিদের ভুল শিরক না, কুফর না, এমনকি গুনাহও না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এর জন্য পুরস্কার পাবেন। একটি পুরস্কার। [আন্তরিক মুজতাহিদ সঠিক ইজতিহাদের জন্য ২টি ও ভুল ইজতিহাদের জন্য ১টি পুরস্কার পান]। কিন্তু যে ব্যক্তি জেনেশুনে নাবী ﷺ এর পথ ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করে, সে শিরক করলো।

মাজমু'আ ফাতাওয়ার তৃতীয় খন্ডে ইবন তাইমিয়্যা বলেছেন, যখন কেউ হালালকে হারাম করে, কিংবা উল্টোটা করে, কিংবা আল্লাহ্র শারীয়াহকে প্রতিস্থাপিত করে অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা, তাহলে ফাক্বীহগণের এ ব্যাপারে ইজমা আছে, সে ব্যক্তি হল কাফির। মাজমু'আ ফাতাওয়ার ৩৫তম খন্ডে তিনি এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত 'উলামার কথাও বলেছেন। ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেন যখন কোন আলিম কুরআনআন ও সুন্নাহর 'ইলম ছেড়ে, এমন কোন শাসকের অনুসরণ করে যে অবস্থান নেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিধানসমূহের বিরুদ্ধে – তবে সে 'আলিম দুনিয়াতে এবং আখিরাতে শস্তি পাবার যোগ্য এবং সে মুরতাদ।

ইবন কাসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ১৩ তম খন্ডে বলেছেন, যে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে সে কাফির। ইবন কাসিরের একথার অর্থ হল, যদি কেউ কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা শাসন করে তবে সে কাফির। অতঃপর ইবন কাসির বলেছেন, যদি এটা হয় তাওরাহ এবং ইঞ্জিল দিয়ে শাসনকারীর ব্যাপারে হুকুম – ইঞ্জিল, তাওরাহ তো একটি সময়ে –এগুলো (মানুষকর্তৃক)

বিকৃতি সাধনের আগে এবং এগুলো (আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)রহিত হবার আগে - আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শারীয়াহ ছিল। যদি এগুলো দ্বারা শাসন করাই আজ কুফর হয়ে থাকে, কারণ এগুলোকে রহিত করা হয়েছে (কুর'আন নাযিলের মাধ্যমের তাহলে চিন্তা করুন যারা অন্য (মানবরচিত) আইন দ্বারা শাসন করে তাদের ব্যাপারে কি হুকুম হবে? যারা এমন করে, তারা ইজমা অনুযায়ী কাফির।

শানক্বিতি আদ্বওয়া আল বাইয়্যানে এ ব্যাপারে কিছু দালীল পেশ করার পর বলেছেন - যারাই কোন মানবরচিত বিধানের অনুসরণ করবে - এ অসাধারণ উক্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন - যে ব্যক্তিই শয়তানদের দ্বারা রচিত হবার পর মানুষের মুখ হতে নিঃসৃত, মানবরচিত বিধানের অনুসরণ করবে ঐ শারীয়াহকে বাদ দিয়ে যার রচয়িতা আল্লাহ্ এবং যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখে প্রকাশ পেয়েছে - কোন সন্দেহ নেই সে হল কাফির এবং মুশরিক। আর এ ব্যাপারে শুধু সে ব্যক্তিই সন্দিহান হবে আল্লাহ্ যার দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং ওয়াহীর উজ্জ্বল আলোর প্রতি তাকে অন্ধ করে দিয়েছেন।

ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম সূরা নিসার এই আয়াতের উল্লেখ করেছেন - "অতএব, আপনার রাব্বের কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে গ্রহণ না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [আন-নিসা, ৬৫]

এবং তারপর (এ আয়াতের ব্যাপারে) মন্তব্য করেছেন যারা নাবী ﷺ কে ছাড়া অন্য কাউকে নিজের বিবাদ-মোকদ্দমার ব্যাপারে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ হল কসমের সাথে প্রত্যাখ্যান।

[https://www.youtube.com/watch?v=dbhr6vwcxnQ]

শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল 'উলওয়ান

আত-তাওহীদে অর্থ হল শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদাত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে শিরক এবং মুশরিকদের প্রতি বারা'আ [বিদ্বেষ, শত্রুতা, সম্পর্কচ্ছিন্নতা, ঘৃণা] প্রদর্শন করে। আর যে শিরক ও মুশরিকদের প্রতি বারা'আ প্রদর্শন করে না সে মুসলিম হতে পারে না।

ইমান বিধ্বংসী ১০টি বিষয়. . এ শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, এই দশটি বিষয়ের একটি হলঃ যে ব্যক্তি কাফির আসলি [অর্থাৎ কুর.আনে যাদের কাফির বলা হয়েছে] ও মুশরিকদের কুফফার ঘোষণা করে না, কিংবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সে নিজেও কাফির।

তাই ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা যে কুফর করেছে আমরা তা বিশ্বাস করি। একারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা পোষন করি ও প্রদর্শন করি। কারণ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

.অতঃপর তিনি (ইব্রাহীম) যখন তাদেরকে এবং তার আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন... [সুরা মারইয়াম, ৪৯]

তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং (পৃথক হলে) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর।. [আল-কাহফ, ১৬]

আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব।" [সুরা মারইয়াম, ৪৮]

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" [আল মুমতাহানা, ৪]

এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

...তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।. [আল-কাহফ, ২৬]

অতএব শিরক এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, নিজেদের দুরে সরিয়ে নেওয়া আমাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। আর ভাববেন না শুধুমাত্র মাযার পুজা, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রতি প্রার্থনা করা, কিংবা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের কাছে সাহায্য, ক্ষমা, চিকিৎসা ইত্যাদি চাওয়ার মাধ্যমেই শুধু আপনি শিরকে পতিত হতে পারেন । অবশ্যই এ সবগুলোই শিরক, এবং

এগুলোর শিরক হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তবে এগুলো ছাড়াও অন্যান্য ধরণের শিরক আছে। যেমন শিরক আল-মাহাব্বা [আল্লাহ্ ব্যাতীত অপরকে ভালোবাসার মাধ্যমে শিরক], শিরক আত-ত্বা'আ [আল্লাহ্ ব্যাতীত অপরের আদেশের অনুসরণ ও আনুগত্যের শিরক] এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছে তদানুযায়ী শাসন না করার শিরক, কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন -

...তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের [ফী হুকমিহি] কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।
[আল-কাহফ, ২৬]

সুতরাং যে অভিশপ্ত মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করে, সে মুশরিক এবং কাফির। আল্লাহ্ 'আযযা ওয়া জাল বলেছেন -

.... আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করোনা। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" [আল আন'আম, ৪০]

যার অর্থ, আল্লাহ্ ব্যাতীত আর কারো আইন প্রণয়নের অধিকার নেই। আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। [আল মায়িদা, ৪৪]

অতএব এসব মুশার'ইনদের (মিথ্যা আইনপ্রনেতা) উপর অবিশ্বাস করা, তাদের প্রত্যাখ্যান করা

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

.যদি কেউ কোন হারাম বস্তুকে . যা হারাম হবার ব্যাপারে ঐক্যমত আছে- হালাল সাব্যস্ত করে, কিংবা হালাল বস্তুকে . যা হালাল হবার ব্যাপারে ঐক্যমত আছে- হারাম সাব্যস্ত করে, তবে ফাক্বীহগণের ইজমা অনুসারে কাফির।. [মাজমু. আল-ফাতাওয়া, ৩/২৬৭]

এবং আল-ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

যে বিষয় কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস নেই, এমন বিষয়েও যদি কেউ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে একজন কাফির-মুশরিক, ইসলামে যার জন্য কোন জায়গা নেই। আর এ ব্যাপারে ফাক্বীহগণের ইজমা আছে।" [ইহকাম আল-আহকাম ফি উসুল আল-আহকাম, ৫/১৫৩]

সুবহান'আল্লাহ্! আল-ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলছেন ফাক্বীহগণ এ বিষয়ে একমত, যদি কেউ প্রকৃত (অবিকৃত) তাওরাত অথবা ইঞ্জিল দিয়েও শাসন করে তবে সে কাফির। (কারণ কিতাবগুলো শুধুমাত্র বানী-ইসরাইলের জন্য নাযিল করা হয়েছিল) তবে আজকের শাসকদের ব্যাপারে হুকুম কি হবে, যারা শাসন করছে ইহুদী-নাসারা আর সেইসব অভিশপ্ত নাস্তিক, গণতান্ত্রিক আর সেক্যুলারিস্টদের আইন দিয়ে, যারা ইবলিসের চাইতেও বড় কাফির?

ইবন হাযম বলছেন যে ব্যাক্তি কুরআন ছেড়ে অবিকৃত তাওরাহ আর ইঞ্জিল দিয়ে শাসন করবে তার কাফির হবার ব্যাপারে ফাকীহগণের 'ইজমা আছে। আর যারা বুশের নীতি, আর অভিশপ্ত ন্যাটো আর জাতিসংঘের আইন আর নীতি দিয়ে শাসন করছে তারা কাফির না?

সুবহান'আল্লাহ্, "তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?" [আল-ক্বালাম, ৩৬]

আমাদের সময়ে এই গোমরাহির (অর্থাৎ যে আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন করে না, তাকে কাফির মনে না করা) ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। আজকের স্বঘোষিত সালাফিদের মধ্যে 'ইরজা আছে। এরা হল ইরজা'র সালাফ। এরা হল এমন সব লোক, সত্যকে বিলম্বিত করার ব্যাপারে যাদের রয়েছে ব্যাপক প্রেরণা ও উদ্দীপনা। আর তাই তারা বলে "এ হল কুফর দুনা কুফর।" [অর্থাৎ আজকের স্বঘোষিত ইরজাসম্পন্ন 'সালাফি'রা বলেন আল্লাহর আইন দ্বারা শাসন না করা হল, "কুফর দুনা কুফর"। কুফর দুনা কুফর হল এমন কুফর যে কুফর করলেও ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় না।]

এ হল সুস্পষ্ট গোমরাহি এবং বিচ্যুতি!

এটা কুফর আকবর! যদি ব্যক্তি শারীয়াহর কিছু অংশ বাদ দেয়, কিংবা সম্পূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন না করে, তবে একে কুফর আকবার [যে কুফর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়] বলা হয়।

আর একারণেই আল-হাফিয ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে চেঙ্গিস খান এবং যারা তাতারীদের আল ইয়াসিক কিতাব দিয়ে লিখতো তাদের সম্পর্কে লিখেছেন-

.অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ

যে আল-ইয়াসিক্বের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শারীয়াহ.র উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।. [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯]

আমাদের সামনে উলামাগনের ইজমা আছে, আমাদের সামনে এই ইজমার ব্যাপারে ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষ্য আছে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং আল হাফিয ইবন কাসিরের রাহিমাহুল্লাহ সাক্ষ্য আছে - আর এর বাইরে কি আছে [অর্থাৎ উলামাগনের ইজমা আছে, এবং ইজমা থাকার ব্যাপারে মহান উলামাগনের সাক্ষ্য আছে, তাহলে কিসে তোমাদের এ ব্যাপারে সত্য বলা থেকে বাধা দিচ্ছে?]?

কি তোমাদের বাধা দিচ্ছে? তোমাদের বাধা দিচ্ছে গোমরাহি, বিচ্যুতি, ইরজা, আর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ নিয়ে খেলতামাশা।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুঃ

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-

.রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এটা (তিনি তার তরবারীর দিকে ইঙ্গিত করলেন) দিয়ে আঘাত করতে, তাদেরকে যারা ওটা (তিনি ক্বুর.আনের দিকে ইঙ্গিত করলেন) ছেড়ে

বেরিয়ে গেছে।. [মুসনাদ আহমাদ, ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ মাজমু. ফাতাওয়ার ৩৫তম খন্ডে এটি উল্লেখ করেছেন]

সায়্যেদিনা ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুঃ

একদা ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রিশওয়া (ঘুষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন-

.এটা হচ্ছে সুহত (অবৈধ সম্পদ)।.

তখন আবারো জিজ্ঞেস করা হয়, "না, আমরা বিচার ফায়সালার ব্যাপারে বলছি।"[অর্থাৎ প্রশ্ন নিছক ঘুষ গ্রহণ করার ব্যাপারে না, ঘুষের বিনিময়ে বিচার বদলে দেয়ার ব্যাপারে]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেনঃ "এটাই হচ্ছে কুফর।" [তাফসীর ইবন কাসীর এবং আকবার আল-ক্বাদা]

সাইয়্যদিনা ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুঃ

১।হাসান ইবনে আবি আর রাবিয়া আল জুরজানি [পূর্ণ নাম হল, ইবন ইয়াহইয়া ইবন জা'জ। ইনিও বর্ণনাকারী হিসেবে সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত] বর্ণনা করেছেন,

আমরা আব্দুর রায্যাক থেকে, তিনি মুয়াম্মার থেকে, তিনি ইবনে তাউস থেকে, এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন-

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হল আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, "...।আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিচার-ফায়সালা করে না, তাঁরাই কাফির।" [আল-মায়'ইদা, ৪৪]

জবাবে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।" [আকবার উল কাদ্বাহ, খন্ড ১, পৃঃ ৪০-৪৫, ইমাম ওয়াকিয়া। বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়্যান, যিনি পরিচিত ওয়াকিয়া নামে। তিনিই আখবার উল ক্বাদা কিতাবটি রচনা করেছেন। ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, আল-খাতিবি এবং ইবন কাসির – তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্ রহম করুন – ওয়াকিয়ার ব্যাপারে বলেছেন, "সে বিশ্বাসযোগ্য"।]

যখন ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, "কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট", তখন আর এটাকে ছোটি কুফর বলে গণ্য করা যাবে না। যেহেতু তিনি "যথেষ্ট" বলেছেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনি এখানে বড় কুফর (কুফর আকবরকেই) বোঝাচ্ছেন।

২। ইব্রাহীম ইবন আল-হাকাম ইবন যাহির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বর্ণনা করেছেন আস-সুদ্দাই থেকে যিনি বলেছেন, ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

.যে বিচারের ক্ষেত্রে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারিতা করে (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেমতো বিচার করে), জ্ঞান ছাড়া বিচার করে, কিংবা বিচারের ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ করে, সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত।

[আখবার উল হুদা, পৃঃ ৪১]

আপনাদের নেক দোয়ায় আমাদের ভুলবেননা